বরগণের আর জুলম করা,
চলবেনা চলবেনা।
মোদের কথায় না দিলে কান,
লড়কে লেঙ্গে নারী স্থান।

ওরে, পণের দাবী করবে যারা, জেলের ঘানী টান্‌বে তারা,
সাবধান হও বরের বাবা, হচ্ছে আইন পাশ।
গোপনে নিলে বরপণ, রাখ্‌বে ঢেকে কতক্ষণ,
ধর্‌তে যদি পারে তোমায়, বুকে ডল্‌বে বাঁশ।

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত———মূল্য সাত নয়া পয়সা

বরপণ বিভ্রাট

কসাইখানায় হচ্ছে জবাই—গরু ছাগল মেষ,
মেয়ের বাবাকে কচ্ছে জবাই ছেলের বাবা বেশ!
ছেলের বাপে নেয় যৌতুক পণ দরদস্তুর হেঁকে,
মেয়ের বাপে না পারলে দিতে দাঁড়ায় তারা বেঁকে।
হিন্দু সমাজে ছেলের বাবার মেজাজ গরম ভারী,
মেয়ের বাবার গলা টিপে পাঠায় যমের বাড়ী।
হিন্দুর ছেলে বিদ্যে শেখে এম-এ, বি-এ, পাশ,
প্রাণটা তাদের উঁচু কত করে পরের সর্ব্বনাশ!
পাত্রী যদি শিক্ষিতা হয়—সুন্দরী অতিশয়,
বংশ গরিমা রয় বড় কুলেরও পরিচয়।
সে কন্যারও বিয়ে দিতে দেখ্‌ছি চোখের 'পরে,
ভিটে মাটী বিকায় বাবার বরপণের তরে।
চাষার ছেলে চাষ করে খায় তারও সম্বন্ধ এলে,
ক'ভরি সোনার গহনা দেবে ঘটককে হেঁকে বলে।
পেটে নেইকো 'ভাঁড়ে মা ভবানী' উন্‌চোবৃ'ত্তি করে খায়,
সেও, ঘড়ি আংটি সাইকেল সোনা পাঁচ ভরি চায়।
হিন্দুসমাজের সর্ব্বস্তরে দেখ ঘুরে ঘুরে,
সবারই একই রব পাওনা আদায় তরে।
কন্যাদায়ের আসামী হয়ে কত মেয়ের বাপ,
পথে পথে বেড়ায় ঘুরে মাথায় বেঁধে সাপ্‌।
বাপের দুঃখ দেখে তাই কত মেয়ে হায়!
আত্মহত্যা করে বাবার ঘোচায় বিয়ের দায়।
স্নেহলতার আত্মদানের কথা ভোলা নাহি যায়,
পণের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ করেছিল হায়!
সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র জড়িয়ে কেরোসিন গায়ে ঢেলে,
সোনার অঙ্গে আগুন জেলে' মরলো পুড়ে জলে'।
মৃত্যুকে বরণ করে' দেখালো নতুন পথ,
কত অভাগা মেয়ে তারপর নিল তার মত।
বিষ খেয়ে মরেছে কত জলে দিয়ে ঝাঁপ,
গলায় দড়ি দিয়ে গাছে মেরেছে কেহ লাফ।

(দুই)

আফিং খেয়ে মরেছে কত পিতুলের বেহুলা,
ট্রেণের চাকায় দিয়েছে গলা—আত্মার মায়া ভুলি'।
পাপের পথে গেল কত ইয়ত্তা তার নাই,
পণপ্রথায় হিন্দু সমাজটা বিষিয়ে উঠেছে ভাই।
সারা হিন্দু সমাজ জুড়ে দেখ সকল স্তরে,
পণপ্রথারূপ বিষবৃক্ষ বসেছে মূল গেড়ে।
এ হীন প্রথার মূলোৎপাটন করার তরে ভাই!
সারা ভারতে প্রতিবাদ ধ্বনি উঠেছে আজি তাই।
স্বাধীন ভারতে নারী পুরুষের সমানাধিকার পান,
তবে কেন রবে এ ঘৃণিত প্রথা সমাজে বিদ্যমান?
জ্ঞানচক্ষু এখন সবার উন্মিলিত—খুলে শিক্ষার দ্বার,
পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েরা তাই পেয়েছে অধিকার।
আইনে যদি স্বীকৃত হ'ল নারী পুরুষ সমান সমান,
তবে কেন রবে এ কলঙ্ক প্রথা তাদের করিতে অপমান?
ছিঃ-ছিঃ ঘৃণা! ছিঃ-ছি লজ্জা! সভ্যযুগে আজ,
এখনও হীন বর্ব্বর প্রথা সমাজে করে বিরাজ?
নারীরা তাই তুলেছে দাবী যত প্রগতিশীল নর,
বিলোপ কর এ কদর্য্য প্রথা বড় অপমান কর।
তাই, পণপ্রথা বিলোপ তরে হচ্ছে আইন পাশ,
বরকর্ত্তার চক্ষুস্থির (!) একি ঘটে সর্ব্বনাশ!
হিন্দু সমাজে বিষ ঢুকেছে সারা ভারতে ভাই!
আইন পাশে সমাজ শাসন করতে হচ্ছে তাই।
সমাজ যদি রাখ্‌তে চাও—বাঁচাতে চাও দেশ,
থাকে যদি ভাই কারো বুকে মায়া-মমতার লেশ।
এ জঘন্ন প্রথা বিলোপ তরে আইন করি' পাশ,
হিন্দু সমাজ হ'তে বিষবৃক্ষের সমূলে কর নাশ।

———

আদর্শ জামাই

সুখরঞ্জন রায় ও মনোরঞ্জন রায় দুই ভাই। ভবানীপুর অঞ্চলে এক পরিবারে তাঁদের জন্ম। সুখরঞ্জন বাবুর কোন সন্তান হয় নাই,

(তিন)

মনোরঞ্জন বাবুর এক কন্যা ও তিন পুত্র। উভয়ের স্ত্রী বর্ত্তমান। ব্যারিষ্টারি পাশ করে সুখরঞ্জন বাবু কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করেন, মনোরঞ্জন বাবু সদাগরী আফিসের কেরানী, দুইশত টাকা মাহিনা পান। সুখী পরিবার এঁরা—আনন্দের সংসারে সুখে-স্বচ্ছন্দে মানুষ হয় মনোরঞ্জন বাবুর তিন পুত্র, কন্যা মনোরমা।

এহেন সংসারও একদিন ভায়ে ভায়ের ক্ষুদ্র বচসায় ভেঙ্গে গেল।

সুখরঞ্জন বাবু আইন ব্যবসায়ে আয় করেন যথেষ্ট, সুখে স্বচ্ছন্দেই দি কেটে যায়। কিন্তু মাত্র দুইশত টাকার মাহিনার উপর নির্ভর করে মনোরঞ্জন বাবু কেমন করে ভদ্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারেন, সংসারে বা দেখা দিল।

সুখ দুঃখের মধ্যে খাওয়া পরার দিনগুলো এক প্রকারে মানুষের কেটে যায় কিন্তু যখন একটা বৃহৎ দায় সাধারণ ঘরের মানুষের ঘাড়ে এসে দাঁড়ায় সে তখন আর নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করে চল্‌তে পারে না। মনোরমা এক বিবাহযোগ্যা হয়েছে, সম্ভ্রান্ত ঘর তারা, যে কোন ছেলের হাতে ধরে দি পারেন না তো তাঁরা তাকে? মনোরঞ্জন বাবু উচ্চ বংশের পাত্রের সন্ধান নিতে লাগলেন।

কিছুদিন চেষ্টা চরিত্র করার পর তাঁহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত ঘরের এ গ্রাজুয়েট পাত্র মিলে গেল। মনোরমাকে দেখে গেলেন পাত্রের পিতা। পাত্রও বন্ধু বান্ধব নিয়ে দেখে গেলেন মনোরমাকে। উভয়ে পছন্দ করিলে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল কিন্তু পাত্র পক্ষের অতিরিক্ত যৌতুক পণের দাবীতে চিন্তিত হ'য়ে পড়িলেন মনোরঞ্জন বাবু ও তাঁর স্ত্রী। এ পাত্র হাতছাড়া করা চলে না, অথচ তাঁহাদের এত খরচ করিবার সা কোথায়? মনোরঞ্জন বাবু পাত্রের পিতার কাছে অনেক অনুনয় বি করিলেন কিন্তু কোন সুফল ফলিল না। যৌতুক পণ যাহা চাহিয়াছিলে তার এক কপর্দ্দকও কমাতে রাজী হ'লেন না পাত্রের পিতা। মনোরঞ্জন বা হতাশ হইয়া পড়িলেন।

কয়েক দিন চিন্তা করার পর মনোরঞ্জন বাবু একটা স্থির সঙ্কল্প করি চার বৎসর পরে বড় ভায়ের বৈঠকখানায় গিয়া হাজির হইলেন।

দূর হইতে মনোরঞ্জন বাবুকে দেখিয়া সুখরঞ্জন বাবু তাঁহার নিকটে উ আসিলেন। সুখরঞ্জন বাবু উৎসাহিত ভাবে তাঁর কাছে অকস্মাৎ আগ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মনোরঞ্জন বাবু বিষণ্ণভাবে বলিলেন, মনোরমা বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি, টাকার অভাব, বাড়ীর অংশটা তোমার কাছে

বন্ধক করে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হ'ব বলে স্থির করিয়াছি। তুমি বাড়ীর মূল্যটুকু দিয়ে নিয়ে আমার এ দায় হ'তে উদ্ধার ক'রে দাও। মনোরঞ্জন বাবুর কথা শুনে সুখরঞ্জন বাবু স্তম্ভিত হলেন। ক্ষণকাল পরে গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, কত টাকা দিতে হবে?

মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, সর্ব্ব মোট সাত হাজার টাকা খরচ পড়িবে, এই টাকাটা দিলেই চলিবে।

সুখরঞ্জন বাবু বলিলেন, বেশ, কাল বাড়ী রেজিষ্টারী করে দিয়ে টাকা নিয়ে নিও। পরের দিন বাড়ী রেজিষ্টারী করে দিয়ে মনোরঞ্জন বাবু টাকা লইলেন।

বলিলে দেখা হ'ল:—কন্যার বিবাহের পরে ঝি-জামাই বাড়ী হ'তে চলে যাওয়ার পর মনোরঞ্জন বাবুকে বাড়ী ছেড়ে সপরিবারে চলে যেতে হ'বে, এক দিনের মধ্যে।

নির্দিষ্ট দিনে শুভ বিবাহ আরম্ভ হ'ল। পাত্রের পিতা যৌতুকাদি বুঝিয়া লইলেন।

রাত্রিতে বাসর ঘরে ঝি-জামাই সহ আত্মীয়া সকল উপস্থিত। নব জামাতা হাস্য করিল, হাসি ঠাট্টার মধ্যে যেন এক বিষাদের করুণ ছায়া সকলের মুখে—নব-বধূর সুন্দর মুখ অতিব বিষণ্ণ—চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে। জামাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আত্মীয়গণ কোন কথা বলিলেন না। জামাতা তখন মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল, মনোরমা উত্তর দিতে গিয়া পারিল না—বাক্‌রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। নব জামাতা মনোরমার অবস্থা দেখিয়া অতিব বিস্মিত হইল। এমন সময় মনোরমার মাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহারও চোখে জল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি এ বিবাহের পরবর্ত্তী তাঁহাদের অবস্থার কথা জামাতাকে বিবৃত করিলেন জামাতা স্তম্ভিত হইয়া সব কথা শুনিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর বলিল, আপনারা শুভানুষ্ঠানে আর অমঙ্গলের চিন্তা করিবেন না, আমি যথাসময়ে ইহার একটা বিহিত ব্যবস্থা করিব। জামাতার কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইল—মনোরমা আনন্দে জামাতার পদধূলি গ্রহণ করিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে হাস ঠাট্টায় বাসরঘর জম্ জম্ করিয়া উঠিল।

পরের দিন সকালে জামাতার পিতা ঝি-জামাই বিদায়ের জন্য যখন তাগিদ করিলেন, জামাতা তখন পিতার নিকট গমন করিয়া বলিল, আমি আর এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারছি না বাবা!

পিতা বলিলেন, কেন?

জামাতা বলিল, আপনি আমাকে এঁদের কাছে বিক্রয় করেছেন বলে—

ক্ষমতার অতিরিক্ত যৌতুক পণের টাকা সংগ্রহ করতে ইহাদের একমাত্র বসত বাটী বিক্রয় করিতে হইয়াছে এই সর্ত্তে যে, কন্যা-জামাতা বাড়ী হইতে চলে যাওয়ার পর দিবসের মধ্যে ইহাদের সপরিবারে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হ'বে। আপনি চিন্তা করে দেখুন, ইহারা এখন আমার পরমাত্মীয়—কেমন করে ইহাদের সমূহ বিপদের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া আপনার আদেশ পালন করিব?

পুত্রের কথা শুনে পিতা লজ্জিত হইয়া বিদায় লইলেন। জামাতা আর বাড়ী গেল না। দলিলে সর্ত্ত আছে, ঝি-জামাই বিদায় লইবার পর বাড়ী ছেড়ে দিতে হইবে। জামাতা ঠিক করিল, তাহারা স্বামী-স্ত্রী একযোগে কখন বাড়ীর বাহির হইবে না। প্রয়োজন হ'লে যে কোন একজন বাড়ীতে থাকিয়া অপরে বাহিরে যাইবে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রবীন ব্যারিষ্টার সুখরঞ্জন বাবু জামাতার কাণ্ড শুনিলেন। বুঝিলেন জামাতা বাবাজী দলিলে লেখা কথার ফাঁক ধরিয়া তাহার ব্যারিষ্টার শ্বশুরের টাকে হাত দিয়া তাকে ঠকাইবার এবং জনসমাজে তাঁহার মাথা নত করাইবার চেষ্টা করিতেছে, তিনি জামাতাকে আহ্বান করিলেন।

জামাতা জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের বৈঠকখানায় হাজির হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আসন গ্রহণ করিল।

বক্রদৃষ্টিতে একবার জামাতার মুখের দিকে তাকাইয়া সুখরঞ্জন বাবু বলিলেন, তুমি আমাকে ঠকাইতে এবং জনসমাজে হীন প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছ নাকি বাবাজী!

জামাতা জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল, আপনাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নাই। তবে শ্বশুর পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্য আমি এ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি।

সুখরঞ্জন বাবু বলিলেন, কিন্তু তুমি আমায় ঠকাতে পারবে না বাবাজী! ডাক তোমার শ্বশুর মনোরঞ্জনকে। জামাতা মনোরঞ্জন বাবুকে ডাকিয়া আনিলেন।

সুখরঞ্জন বাবু গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, এই আমার সহোদর ভাই। আমার সন্তান সন্ততি নাই। আমরা স্বামী-স্ত্রী ওরই পুত্রকন্যা বুকে নিয়ে আনন্দের সংসার পাতিয়েছিলাম। আমি উপার্জ্জন করি বেশী ও করে কম—ওর কি চিন্তা ছিল কিছু? একটা কথার ঘা ও সহ্য করতে পারলে না আমার—প্রতিবাদ করলে মুখে মুখে—আমিও ধৈর্য্যহারা হ'লাম, ভাগ করে নিলাম পৈত্রিক বসতবাটী—প্রাচীর তুলে দিলাম বাড়ীর মধ্যস্থলে। আজ চার বছর দুখ দেখাদেখি বন্ধ—কানে এসেছে ওর অনেক অভাবের কথা কিন্তু আমার

হয়ে যে কখন আসেনি। ছেলে মেয়েগুলো আমার সামনে পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেছে, মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েছি বুকে—ডাকতে সাহস পাইনি, যদি কথা না রাখে সহ্য করতে পারবো না বলে। আজ চার বছর পরে ওর কন্যাদায়। ঠিক করেছে ও মনোরমার বিবাহ হয় সম্বন্ধ কিন্তু আমায় একবার ডাকেনি, টাকার প্রয়োজন হয়েছিল, এসেছিল আমার কাছে, ওকে দেখামাত্র ছুটে গিয়াছিলাম প্রাণের আনন্দে ওর সামনে, ভাই আমার কাছে এতদিন পরে এসেছে বলে কিন্তু ও আমায় কি বলতে জান? মেয়ের বিয়ে দেব টাকার প্রয়োজন, বাড়ীটা তুমি কিনে নিয়ে আমায় টাকা দাও। গম্ভীর হ'লাম আমি ওর কথা শুনে—বড় আশা করেছিলাম যে ও আমার কাছে মেয়ের বিয়ের দায় জানাবে, বুকের জ্বালা বুকে চেপে রেখে আমি ওর বাড়ী খরিদ করেছিলাম। বিয়েতে আমাদের আহ্বান পর্য্যন্ত করলে না। ভায়ের মেয়ের বিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী পাশে থেকে গন্ধ শুঁকে উপভোগ করছি। সুখরঞ্জন বাবু আলমারী খুলিয়া দুইখানি দলিল বাহির করিয়া তাহার একখানা জামাতার হাতে দিয়া পড়িয়া দেখিতে বলিলেন এবং পরে উক্ত দলিলটি নিজ হাতে লইয়া বলিলেন, এই দলিলখানাই বাড়ী খরিদের—এই কথা বলিয়াই তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অপর দলিলখানা জামাতার হাতে দিয়া সকলকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন।

দলিলে লেখা ছিল :—

আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আমার একমাত্র ভ্রাতা শ্রীমান মনোরঞ্জন বাবুকে দানপত্র করিলাম। একমাত্র কাশীধামের বাড়ীতে আমরা স্বামী-স্ত্রী মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত বসবাস করিব।

বাড়ী খরিদ করিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে এই দলিলখানি রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল। দলিল পড়ার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জন বাবু দাদার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, সুখরঞ্জন বাবু তাহাকে তুলিয়া বুকে ধরিলেন। বাড়ীর মুখে সংবাদ পৌছিল মনোরঞ্জন বাবুর অন্দরে—তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলে ছুটে এলো সেখানে—দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুখরঞ্জন বাবুর স্ত্রী—ছুটে গিয়ে মনোরঞ্জন বাবুর স্ত্রী তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। কতদিন পরে আবার জেঠামহাশয় ও জেঠাইমাকে পাইয়া আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিল তাঁদের পুত্রকন্যাগণ। ভায়ে ভায়ের পুনর্মিলন দেখে নব জলধার চক্ষু হ'তে আনন্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রিন্টার—শ্রীনন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কালমাণিক

মনমুগ্ধকর পোষ্টাই

আয়ুর্ব্বেদীয় অশ্বগন্ধা, শিমুলমুল, শতাবরী, আলকুশীবীজ, কাবাবচিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, কিচমিচ, ঘি, চিনি ও অন্যান্য বহু প্রকার মশলা দ্বারা নূতন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধ।

বাস্তবিকই যে বাড়ীতে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল, অজীর্ণ, নিত্যকার সর্দ্দি, কাশি লাগিয়াই থাকে, সে গৃহে সর্ব্বদা 'কালমাণিক' রাখিলে ডাক্তার কবিরাজের খরচা অনেক বাঁচিয়া যায়।

ইহা সেবনে গায়ে তাজা রক্ত জন্মে, অস্থি ও পেশীসমূহ পুষ্ট হয়, হজমি ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, দেহে ও মনে প্রচুর বল পায়, দৈহিক, মানসিক, স্নায়বিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার অবসান ঘটায়। মেহ, প্রমেহ, ঘনঘন প্রস্রাব, স্বপ্নদোষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক, সূতিকা, প্রদরদোষে ইহার দ্বারা অদ্ভুত ফল দর্শায়।

সুস্থ শরীরে 'কালমাণিক' সেবন করিলে মন প্রফুল্ল হয় এবং মুখশ্রী পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। ইহা অধ্যয়নরত ছাত্রের ও মস্তিষ্ক চালনাকারীর বিশেষ উপকারী। একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

মূল্য—১ কৌটা—১৲ এক টাকা মাত্র। ৩ কৌটার কম ভিঃ পিঃ হয় না। ভিঃ পিঃ তে ৩ কৌটা মাশুলসহ ৪৷৷৵০ আনা পড়িবে। ৩ কৌটা ঔষধ লইতে হইলে, অগ্রিম ২৲ টাকা মনিঅর্ডার করা চাই। ঔষধ ভিঃ পিঃ করা হয় না। রিপ্লাই কার্ড ভিন্ন কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

—প্রাপ্তিস্থান—

নিউ বেঙ্গল ফার্ম্মেসী

১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

[লিবার্টি সিনেমার নিকটে]